গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
চাঁদপুর জেলা কার্যালয়
২২/১৯, মেরিন ভিউ, স্টেডিয়াম রোড, চাঁদপুর
www.doe.gov.bd

# পরিবেশগত ছাড়পত্র (নবায়ন)

ছাড়পত্র নং: ২২.০২.১৩০০.২১১.০৭২.০০১.২৬.১৪২

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সংযুক্ত শর্তে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র (নবায়ন) প্রদান করা হলো:

প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম : দেশ এনার্জি চাঁদপুর পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র)
উদ্যোক্তার নাম : নাভিদুল হক (ব্যবস্হাপনা পরিচালক)
সনাক্তকরন নং : 66804
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের কার্যক্রম : বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের শ্রেণী : Red
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা : ওয়ার্ড নং-১২, গুণরাজদী, চাঁদপুর পৌরসভা, সদর, চাঁদপুর
প্রদানের তারিখ : ০১ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : ২১ জানুয়ারী ২০২৭ খ্রিষ্টাব্দ

এ ছাড়পত্র সনদের সাথে পৃথকভাবে সংযুক্ত প্রদত্ত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে, অন্যথায় ছাড়পত্র বাতিল/ক্ষতিপূরণ আদায়সহ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বি.দ্র. এটি একটি সিস্টেম জেনারেটেড ছাড়পত্র এবং এতে কোনোরূপ স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

**শর্তসমূহ:**

১. এ ছাড়পত্র/নবায়ন শুধুমাত্র ২০০ মেগাওয়াট সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২. প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন/পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

৩. অত্র কার্যালয়ের ছাড়পত্র নং ২০-৪১১১৯, তারিখঃ ০২ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ এর বরাতে জারীকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী অপরিবর্তীত থাকবে।

৪. পরিবেশ অধিদপ্তর সদর দপ্তরের গত ১৯/০২/২০২৪ তারিখে ২২.০২.০০০০.০১৮.১৮.০০১.২১-৫১ সংখ্যক স্মারকে উল্লিখিত পাওয়ার প্লান্টের (তৈলভিত্তিক) জন্য বছরে দুইবার পরিবেষ্টক PM, SO2, NOX & Sound ফলাফল দাখিল করতে হবে।

৫. Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান (SOx, NOx, CO) এবং শব্দের গুনগতমান নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

৬. Spent lubrication oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবে না।

৭. বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সৃষ্ট Residual Filtrate বা তৈল মিশ্রিত কাপড় বা অন্যান্য বর্জ্য ইনসিনেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কোন অবস্থায় খোলা জায়গায় অথবা কোন জলাশয়ে ফেলা যাবেনা।

৮. প্রতিষ্ঠানটিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন তরল বর্জ্য উৎপন্ন হলে তা উপযুক্ত মানের ইটিপি এর মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক অপসারণ করতে হবে। কোনক্রমেই তা ভূ-গর্ভস্হে injection করা যাবেনা।

৯. অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রতিষ্ঠানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডাসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সি লাইট স্থাপন, ভূগর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

১০. প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. প্রতিষ্ঠানে ডমেস্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

১২. প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দ্বারা জনস্বার্থের ক্ষতি হলে তাজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর না থাকলে এবং এর ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি হলে Polluters Pay Principle অনুসারে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১৩. পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের মূলকপি কারখানায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং ছাড়পত্র/নবায়নপত্র কারখানার এমন স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে তা সহজে দেখা যায়। পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টীম, পরিদর্শক ও পরিদর্শনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কারখানা পরিদর্শনকালে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

১৪. পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়ন ফি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নবায়নের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

১৫. উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনরূপ উদাসীনতা, শিথিলতা বা যে কোন শর্তের লংঘন পরিবেশ দূষণ সংশ্লিষ্টতায় জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি বিবেচনায় প্রদত্ত ছাড়পত্র বাতিলসহ আপনার/আপনার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০); পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এবং শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।